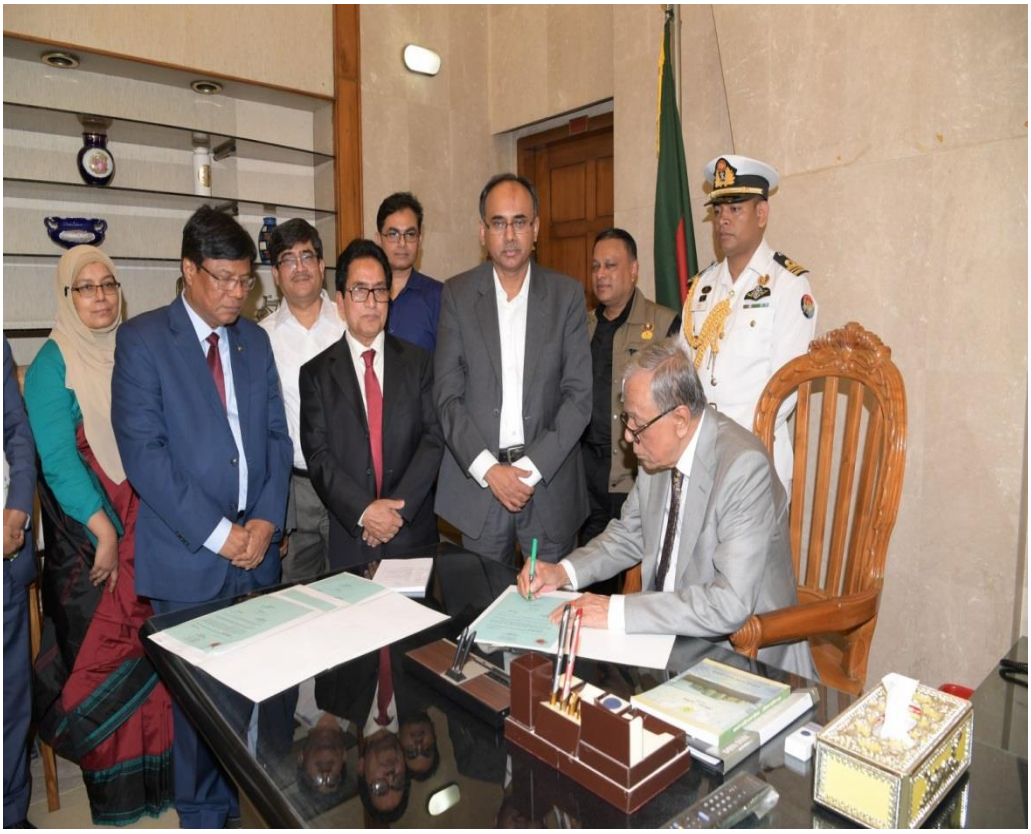

মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে অর্থ সচিব ও অর্থ বিভাগের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ

অর্থ বিভাগের ২০১৯-২০ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য অর্জন

সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং জনগণের নিকট সহজে সেবা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে ২০১৯-২০ অর্থবছরে অর্থ বিভাগ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। এসবের মধ্যে লক্ষ্যণীয় অর্জনসমূহ হলোঃ

- কোভিড-১৯ মহামারিজনিত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অর্থ বিভাগ প্রতি বছরের ন্যায় জাতীয় সংসদে বাৎসরিক বাজেট ও মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি-বিবৃতি পেশ করেছে;
- জাতীয় বাজেটের সাথে 'মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো পুস্তিকা', 'টেকসই উন্নয়নে জলবায়ু অর্থায়ন বাজেট প্রতিবেদন ২০২০' ইত্যাদি বিষয়ে পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছে;
- অর্থ বিভাগের বার্ষিক কর্মকান্ডের প্রতিফলন ঘটিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে;
- মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর আওতায় অর্থনীতির ৪টি প্রধান খাত তথা প্রকৃত, রাজস্ব, আর্থিক ও মুদ্রা খাত এবং বহিঃখাতের চলকসমূহের প্রাক্কলণ ও মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ করার মাধ্যমে অর্থ বিভাগ আর্থিক খাতের সার্বিক শৃঙ্খলা ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে;
- বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত ৪৯টি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের বাজেট (১ম ও ২য় খন্ড) এবং বাজেট সংক্ষিপ্ত সার প্রকাশ করা হয়েছে;
- সামাজিক খাতে লক্ষ্যাভিমুখী সম্পদ সঞ্চালনে দারিদ্র্য হ্রাস পেয়ে ২০১৯ সালে ২০.৫ শতাংশে এবং প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল ৭২.৬ বছরে উন্নীত হয়েছে;
- সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনার কার্যক্রমকে অব্যাহত রাখতে ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে Public Financial Management Reform Strategy, 2016-21 প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বর্তমানে উহার বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলছে;
- পরিচালন বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মোট ১৮টি উন্নয়ন কর্মসূচি অনুমোদন ও অর্থায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে;
- মৃত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক গৃহীত সরকারি ঋণ ও সুদ মওকুফের ২৭টি প্রস্তাব নিষ্পত্তি করা হয়েছে;
- সরকারি কর্মচারীদের জন্য গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান নীতিমালা-২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি চাকুরিজীবীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্প সুদে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তফসিলী ব্যাংক এবং বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঋণ কার্যক্রমটি পরিচালনা করছে এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান সংক্রান্ত ৩২০টি প্রস্তাব নিষ্পত্তি করা হয়েছে;
- SEIP প্রকল্পের আওতায় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। এ প্রকল্পের কারিগরি সহায়তায় National Human Resource Development Fund (NHRDF) ও National Skills Development Authority (NSDA) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠান দু'টি কার্যকর হলে দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী অধ্যায় সূচিত হবে;
- Integrated Budget and Accounting System (iBAS)-এর উন্নত ভার্সন iBAS^{++} সিস্টেম উন্নয়নের কাজ অব্যাহত রয়েছে। iBAS^{++} এর বাজেট প্রণয়ন মডিউল এর আওতায় ২০১৫-১৬ হতে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। সকল মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরে বাজেট প্রণয়নের কাজ iBAS^{++} এর মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে। বর্তমানে বাজেট প্রণয়নের এই মডিউলটি জেলা-উপজেলা পর্যায়ে প্রবর্তনের কাজ চলছে;

- iBAS^{++} এর হিসাবরক্ষণ মডিউল ও জেনারেল লেজার মডিউলের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে দেশের সকল হিসাবরক্ষণ অফিসে iBAS^{++} এর হিসাবরক্ষণ মডিউলটি চালু রয়েছে। এর ফলে ২০১৯-২০ এর জুন ক্লোজিং সুচারুরূপে সম্পন্ন করা হয়েছে;
- দেশের সকল স্থানে অনলাইনে বেতন বিল দাখিল কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। বর্তমানে দেড় লক্ষেরও বেশী কর্মকর্তা অনলাইনে বেতন বিল দাখিল করছেন;
- নন-গেজেটেড কর্মচারীদের অনলাইনে বেতন বিল দাখিল এবং ইএফটিতে বেতন প্রদান সচিবালয়সহ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধিকাংশ অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে চালু করা হয়েছে;
- সরকারি কর্মচারীগণের পেনশন ডাটাবেজ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রায় ৮ লক্ষ ১৫ হাজার পেনশনভোগীর তথ্য ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং এসব পেনশনভোগীদের মাসিক পেনশন অনলাইনভিত্তিক পেমেন্ট সিস্টেম ইএফটির মাধ্যমে পরিশোধ করা হচ্ছে। বর্তমানে সকল হিসাবরক্ষণ কার্যালয়ে ইএফটির মাধ্যমে পেনশন প্রদান করা হচ্ছে। ২,৪০,০০০ পেনশনার ইএফটির মাধ্যমে পেনশন পাচ্ছেন। একটি কেন্দ্রীয় পেনশন প্রদান কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যার মাধ্যমে সকল পেনশনারকে ই-পিপিও প্রদান করা হবে এবং EFT এর মাধ্যমে পেনশন প্রদান করা হবে। ২০২০-২১ অর্থবছরে সকল পেনশনারকে ইএফটির আওতায় আনা হবে;
- প্রায় ১১,৫০,০০০ সরকারি কর্মচারীর অনলাইন ডাটাবেইজ সম্পন্ন হওয়ায় তাদের বেতন ভাতা বাবদ বাজেট প্রণয়ন, অবসর গ্রহণের তথ্য এবং EFT এর মাধ্যমে বেতন পরিশোধের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীন ৭টি SAE (Self Accounting Entity) গণপূর্ত অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর, রেলওয়ে, ডাক বিভাগ ও সিজিডিএফ- এ iBAS^{++} এর হিসাবরক্ষণ মডিউল চালু করা হয়েছে। এগুলো থেকে ইলেকট্রনিক এডভাইসের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে অর্থ পরিশোধ করা হচ্ছে, যার ফলে বিল প্রদানের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হচ্ছে;
- জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এটি একটি কেন্দ্রীয় ইন্টারনেট ভিত্তিক সফটওয়্যার, যার মাধ্যমে সকল প্রকার সঞ্চয়পত্র বিক্রয়, লভ্যাংশ প্রদান এবং এ সম্পর্কিত যাবতীয় হিসাবায়ন সম্পন্ন হচ্ছে। সঞ্চয়পত্রের কিস্তির সুদ এবং আসল নগদায়নের অর্থ ইএফটির মাধ্যমে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে এবং সঞ্চয়পত্রকে পেপারলেস (scrip-less) করা হয়েছে। এর ফলে যেমন সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের সীমা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে, ফলে সঞ্চয়পত্রের সুদ বাবদ প্রচুর অর্থ ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে, তেমনি গ্রাহক সেবার মান উন্নয়ন হচ্ছে। এই সেবা বর্তমানে সারাদেশে সঞ্চয়পত্র বিক্রয়কারী সকল আউটলেটে চালু করা হয়েছে। ডাকঘর সঞ্চয় স্কিমকেও অনলাইন করা হয়েছে;
- স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে ছাড়কৃত অব্যয়িত অর্থ যেন ট্রেজারির বাইরে পড়ে না থাকে, সে উদ্দেশ্যে নগদ ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের জন্য iBAS^{++} এ নতুন মডিউল সংযোজন করা হয়েছে। এই মডিউলটি কর্মচারি কল্যাণ বোর্ড, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল-এ সফলভাবে পাইলটিং এর পর বিদ্যুৎ বিভাগের সকল প্রকল্প, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়াতে চালু করা হয়েছে;
- ঘরে বসে চালান জমাদানের উদ্দেশ্যে অটোমেটেড চালান ও ই-চালান বাতায়ন চালু করা হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন নাগরিকগণ সহজেই রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ জমা দিতে পারবেন, ফলশ্রুতিতে সরকারের রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি পাবে, তেমনি স্বচ্ছতাও বৃদ্ধি পাবে; এবং
- দূতাবাসসমূহের আর্থিক শৃঙ্খলা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দূতাবাসসমূহের জন্য iBAS^{++} এ পৃথক সাব-মডিউল সংযোজন করা হয়েছে এবং সফলভাবে চারটি দূতাবাসে উহা চালু করা হয়েছে।